ইনসানে কামেল

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

এক রজনীর উপহার 'ইনসানে কামেল'

নওগাঁ জেলে মাননীয় লেখকের কারাসাথী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মেহেরপুর যেলার গাংনী ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম স্বীয় কারাস্মৃতিতে বলেন,

'মুহতারাম আমীরে জামা'আত একদিন বিকালে আমাকে ডাকলেন। সে সময় আমরা সেলের আঙিনায় হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'নূরুল ইসলাম! সরকারের যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে, তাতে আমাদের সহজে ছাড়বে না। আমাদের কর্মী, শুভাকাংখী ও সাধারণ সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আমাদের কিছু নছীহত থাকা দরকার। আমি স্যারের কথা সমর্থন করে বললাম, আমাদের নেতা-কর্মীদের কার্যকর দিক-নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই লকআপ-এর ঘণ্টা পড়ে গেছে। ফলে আমীরে জামা'আতের রাতের খাবার তাঁর কক্ষে ঢেকে রেখে আমরা তিনজন পাশেই আমাদের রুমে চলে গেলাম। ...পরদিন ফজরের ছালাতের পর লকআপ খুললে স্যারের রুমে গিয়ে দেখি রাতের খাবার যেভাবে ঢেকে রেখেছিলাম সেভাবেই আছে। বললাম, স্যার একি অবস্থা? বললেন, খাওয়ার কথা মনেই নেই। তোমরা শোন, এই আমার নছীহত। নছীহতনামাটি আযীযুল্লাহ পড়তে লাগল, আমরা শুনলাম। স্যার মাঝে-মধ্যে বুঝিয়ে দিলেন। কি চমৎকার উপদেশমালা! 'ইনসানে কামেল' নামে এক রাতেই শেষ করা তাঁর এই লেখাটিকে আমরা আল্লাহ্র রহমত হিসাবে গ্রহণ করলাম। স্যার বললেন, লেখাটি খুব সাবধানে মারকাযে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। ওরা রেফারেন্সগুলো দিয়ে দিবে'।

পরে লেখাটি মাসিক 'আত-তাহরীক' ৯ম বর্ষ অক্টোবর ও নভেম্বর'০৫ পরপর দু'সংখ্যায় বের হয়। আরও পরে ২০০৯ সালের জানুয়ারীতে সেটি ৩২ পৃষ্ঠার বই আকারে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশ করে *(কারাস্মৃতি ৬৫-৬৬ পৃ.)*।

দীর্ঘ সময় পরে মাননীয় লেখকের পুনরায় দেখা ও সংশোধনীর মাধ্যমে বইটির ২য় সংস্করণ বের করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি।

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ইনসানে কামেল

প্রত্যেক মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাবধর্ম তথা ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে সর্বদা তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্যের প্রবণতা মওজূদ থাকে। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনায় সে প্রায়শঃ বিপথে যায় এবং আল্লাহকে ভুলে শয়তানের গোলাম বনে যায়। আবার কখনো সে শয়তানের গোলামী ছেড়ে আল্লাহ্র আনুগত্যে ফিরে আসে। এভাবে পৃথিবীর মানুষ মুমিন ও কাফির দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। কাফির-ফাসিকগণ শয়তানের তাবেদারী করে ও মুমিন-মুসলিমগণ আল্লাহ্র দাসত্ব করে। শয়তানের গোলামেরা পৃথিবীকে অশান্তির অগ্নিকুণ্ড বানায়। আর আল্লাহ্র গোলামেরা সমাজকে শান্তির কুঞ্জে পরিণত করে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দেখা দেয় সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিত্র। ফাসিক-মুনাফিকরা হয় দুনিয়া পূজারী আর মুমিন-মুসলিমরা হন আখেরাতের পিয়াসী। কাফির-মুনাফিকরা দুনিয়াকে লুটে-পুটে খায়। আর মুমিন-মুসলিমরা দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে। কাফির-ফাসিকরা প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পক্ষান্তরে মুমিন পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অহং-অহমিকা সবকিছুকে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের সামনে সমর্পণ করে দেয়। তার পশুপ্রবৃত্তি পরাজিত হয়। মানবতা পূর্ণতার শিখরে উন্নীত হয়। এভাবে 'ইসলাম' মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়। শয়তানের গোলামী ছেড়ে সে আল্লাহ্র গোলামে পরিণত হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সে 'ইনসানে কামেল' বা পূর্ণ মানুষে উন্নীত হয়। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- (البقرة ٢٠٨-٢٠٩)-

অনুবাদ : 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন'। 'আর তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাদি এসে যাওয়ার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহ'লে জেনে রেখ যে, আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/২০৮-০৯)*।

শানে নুযূল : ইকরিমা ধারণা করেন যে, ছা'লাবাহ ও আসাদ বিন উবায়েদ সহ ইহূদীদের একদল বিদ্বান সম্পর্কে অত্র আয়াত নাযিল হয়। যারা ইসলাম গ্রহণের পরেও আগের ধর্ম অনুযায়ী শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে সম্মান করার এবং রাতের বেলায় তাওরাত পাঠ করার অনুমতি চেয়েছিলেন'।[১] অত্র আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর অন্য ধর্মের বা মতাদর্শের কোনকিছুই আর মানা চলবে না। কেননা ইসলাম হ'ল সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। এতে কোনরূপ সংযোজন বা বিয়োজন নেই। 'ইসলাম' আসার পর বিগত সকল এলাহী ধর্ম 'মানসূখ' বা হুকুম রহিত বলে গণ্য হবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল দল-মতের মানুষকে এই সর্বশেষ এলাহী দ্বীনের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে যেতে হবে।

বলা আবশ্যক যে, বর্তমান যুগে ইহূদী বা খ্রিষ্টান ধর্ম বলে যা চালু আছে, তা ধর্মযাজকদের তৈরী বিকৃত ধর্ম। মূল তাওরাৎ বা ইঞ্জীলের কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই।

ব্যাখ্যা : মানুষকে আল্লাহ পাক সর্বোত্তম প্রাণী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। দৈহিক অবয়বে ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে সে সকল সৃষ্টির সেরা। একটি স্বাভাবিক স্তর পর্যন্ত সকল মানুষ সমান হ'লেও জ্ঞান ও মানবিক গুণাবলীর কমবেশীর কারণে তাদের মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার স্তরভেদ। এমনও মানুষ রয়েছে, যাদের হৃদয় থাকা সত্ত্বেও তারা বুঝে না, কান থাকতেও শোনে না, চোখ থাকতেও দেখে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*। আবার এমন মানুষ রয়েছেন, যারা সৃষ্টির সেবায় জীবনপাত করেন, সর্বোচ্চ জ্ঞান সাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দেন, সবকিছু ত্যাগের মধ্যেই আনন্দ পান, অন্যের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য নিজের হাসি বিসর্জন দেন। বিনিময়ে তাঁরা কিছুই চান না। এমন মানুষের সংখ্যা কম হ'লেও

১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২০৮ আয়াত।

এঁরাই দুনিয়ার সেরা মানুষ। এঁরাই মানবতার পূর্ণরূপ বা 'ইনসানে কামেল'। এঁদের কারণেই পৃথিবী আজও টিকে আছে।

প্রত্যেক মানুষই চায় 'ইনসানে কামেল' হ'তে। কিন্তু কিভাবে হবে, তা তার জানা নেই। তাই যুগে যুগে লোকেরা স্ব স্ব জ্ঞান মোতাবেক এক একটা মতাদর্শ রচনা করে তার অনুসরণে ব্যাপৃত হয়েছে। এভাবেই পৃথিবীতে এযাবৎ রচিত হয়েছে প্রায় আড়াই শতাধিক ধর্ম। কিন্তু কোন ধর্মেই চূড়ান্ত সান্ত্বনা না পেয়ে আজকাল অনেক পণ্ডিত বলেছেন, প্রকৃত ধর্ম হ'ল 'মানব ধর্ম'। মানব ধর্মের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণেই কেবল পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া যায়। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কল্পিত সেই মানবধর্মের পরিচয় কি? তখন আঁধার হাতড়িয়ে হয়ত কেউ বলেন, এটা যার যার জ্ঞান মোতাবেক। দেখা যাবে যে, এর সার কথা হ'ল 'শূন্য'।

দেড় হাযার বছর পূর্বে শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* বলে গিয়েছেন, 'প্রত্যেক মানব সন্তানই ফিৎরাত বা স্বভাবধর্মের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, নাছারা বা অগ্নি উপাসক বানায়'।[২] এতে বুঝা যায় যে, স্বভাবধর্ম বা মানবধর্ম হ'ল মানুষের স্বাভাবিক স্তর। একে সমুন্নত করার জন্য লাগে একটি উন্নত পরিকল্পনা এবং একটি নিখুঁত ও বাস্তব সম্মত রূপরেখা বা কর্মসূচী। যেমন খনিতে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেটাকে অলংকারে রূপান্তরিত করার জন্য লাগে উন্নত কলা-কৌশল ও সর্বোত্তম প্রযুক্তি এবং সর্বোপরি কুশলী কারিগর। কে হবে সেই কারিগর? স্বর্ণ কি নিজেই নিজের কারিগর হ'তে পারে? অনুরূপভাবে মানুষ কি নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা হ'তে পারে? মানুষকে আল্লাহ স্বর্ণপিণ্ডের ন্যায় জড়পদার্থ করে সৃষ্টি করেননি। বরং তাকে দিয়েছেন অতুলনীয় জ্ঞান সম্পদ। আর সেকারণেই সে অন্য সকল সৃষ্টির চাইতে সেরা। কিন্তু তার এই জ্ঞান কি পূর্ণাঙ্গ? সে কি তার ভবিষ্যৎ বলতে পারে? কোন্ কাজের পরিণাম কি হ'তে পারে, সে কেবল অনুমান করতে পারে। কিন্তু সে কি নিশ্চিত বলতে পারে? না। আল্লাহ বলেন,

قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ–

২. বুখারী হা/১৩৫৮; মুসলিম হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়।

‘তুমি বল, যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক নই। যদি আমি অদৃশ্যের খবর রাখতাম, তাহ’লে আমি অধিক কল্যাণ অর্জন করতাম এবং কোনরূপ অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করত না। আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী মাত্র’ *(আ‘রাফ ৭/১৮৮)*।

ফলকথা, মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে নিজেকে সুন্দর মানুষ হিসাবে, ‘ইনসানে কামেল’ হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলেও এক পর্যায়ে সে ব্যর্থ হয়। ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির কাছে সে পরাভূত হয়। যাদেরকে সে আদর্শ ভেবে অনুসরণ করে, সেখানেও দেখতে পায় নানা ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা। ফলে সে হতাশ হয়ে পড়ে ও এক সময় বলে ওঠে ‘আনাল হাক্ব’ (أَنَا الْحَقُّ)।[৩] ‘আমিই পরম সত্য’ আমিই আল্লাহ’। সে বলে, ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’ (কবি চণ্ডিদাস)। সে যে কারু দ্বারা সৃষ্ট, একথা সে ভুলে যায়। ফলে অহংকারে মত্ত হয়ে সে এক সময় নাস্তিক হয়ে যায়।

স্বর্ণের কারিগর যেমন জানে কিভাবে স্বর্ণকে অলংকারে পরিণত করতে হয়, মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তেমনি জানেন কিভাবে মানুষকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করতে হয়। তিনি সেপথ কেবল বাৎলে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে পাঠিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে ‘উসওয়ায়ে হাসানাহ’ বা উত্তম নমুনা হিসাবে অনুসরণ করার জন্য পরবর্তী মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন *(আহযাব ৩৩/২১)*।

আল্লাহ বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণভাবে দাখিল হয়ে যাও এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। অত্র আয়াতে ‘ইনসানে কামেল’ হওয়ার জন্য ইসলামের হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সমূহ মেনে তার মধ্যে পূর্ণরূপে দাখিল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে উক্ত পথের বাধা হিসাবে শয়তান নির্দেশিত অন্ধকার গলিপথ সমূহে প্রবেশ করতে

৩. এটি নকশবন্দীয়া তরীকার ছূফী মনছূর হাল্লাজের (২৪৪-৩০৯ হি./৮৫৮-৯২২ খৃ.) কুফরী উক্তি। যার অর্থ ‘আমিই পরম সত্য’ আমিই আল্লাহ। উক্ত কুফরী দর্শন প্রচারের শাস্তি স্বরূপ বহু বছর কারাদণ্ড ভোগের পর বাগদাদে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় *(তারীখু বাগদাদ ৮/৭০৫)*।

নিষেধ করা হয়েছে। আদেশ ও নিষেধ একই আয়াতে বলে দেওয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আলোর পথের পথিকদেরকে অন্ধকার গলিপথে টেনে নেওয়ার জন্য শয়তান সর্বদা লোভ ও প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসে থাকবে। 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর অনুসারীকে তাই সর্বদা ইসলামরূপী গাইডের দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। নইলে উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা আঁকা-বাঁকা পথের আতংকিত যাত্রীদের ন্যায় যেকোন মুহূর্তে পিছলে পড়ে সাক্ষাৎ ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এটাই যে, বিশ্বাসীগণ যেন তাদের বিশ্বাস ও কর্ম উভয় জগতে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে। তার মন-মস্তিষ্ক, হাত-পা, চোখ-কান সবই যেন ইসলামের আওতায় ও আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে পরিচালিত হয়। যদি কারু হাত-পা সাময়িক কোন কারণে ইসলামের অবাধ্যতা করে, কিন্তু মন-মস্তিষ্ক ইসলামের প্রতি অনুগত ও সন্তুষ্ট থাকে এবং খালেছ অন্তরে তওবা করে, তাহ'লে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হ'তে পারে। পক্ষান্তরে যদি কারু হাত-পা বাধ্য থাকে, কিন্তু মন-মস্তিষ্ক অবাধ্য থাকে, তবে সে হবে 'মুনাফিক'। তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আর যে ব্যক্তি ইসলামের নির্দেশনা গ্রহণ ও তা মান্য করতে অস্বীকার করবে, সে হবে 'কাফির'। সে পদস্খলিত হবে এবং জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। তাছাড়া এ আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর মধ্যে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সকল বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা সমূহ মওজূদ রয়েছে। অতঃপর সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষণে অত্র আয়াতের প্রতিপাদ্য দাঁড়াচ্ছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ ইসলামের বিশ্বাসগত ও কর্মগত সকল বিষয়কে আন্তরিকভাবে কবুল না করবে এবং তাতে পূর্ণভাবে আমল না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত অর্থে 'মুসলিম' পদবাচ্য হ'তে পারবে না এবং পরিপূর্ণ মানুষ বা 'ইনসানে কামেল' হ'তে পারবে না।

মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় উপাদান মওজূদ রয়েছে। তার ভাল-কে সর্বোত্তম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া ও সেভাবে ধরে রাখার জন্যই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি যত উত্তম রূপে উক্ত বিধান অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তি তত পূর্ণাঙ্গ মানুষ

হিসাবে পরিগণিত হবে। এজন্য তাকে আমৃত্যু উত্তম কাজে প্রতিযোগিতা করতে হবে। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মও মানুষকে ভাল-র প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সেগুলি মানুষের রচিত বিধায় সেসবের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। ভাল মনে করা হ'লেও প্রকৃত অর্থে তা ভাল নয়, এমন অসংখ্য বিধান ঐসব ধর্মে রয়েছে। যেমন হিন্দু ধর্মে 'সতীদাহ' প্রথাকে ধর্ম মনে করা হয়। ধর্মের নামে নারীদেরকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। একইভাবে বিধবা মহিলাদের পুনরায় বিবাহ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। যদিও রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্প্রতিককালে তাদের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কার এসেছে। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে কট্টর হিন্দুরা তা আজও মেনে নিতে পারেনি। বিধবা বিবাহ চালু করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিকে তার সমাজের কাছ থেকে কি নিগ্রহ পোহাতে হয়েছে, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তা জানেন। খ্রিষ্টান ধর্মেও রয়েছে এরূপ অসংখ্য উদাহরণ। যেমন তাদের ধর্মযাজকদের চিরকুমার থাকাটাকেই ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ফলে মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ এই ধর্মীয় বিধান মান্য করতে গিয়ে, যেনা-ব্যভিচার ছাড়াও শিশু ধর্ষণের মত নোংরামিতেও আমেরিকান ধর্মযাজকদের জড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত সূদখোরী, মদ্যপান, শূকরের গোশত ভক্ষণ এখনো তাদের নিকটে ধর্মীয়ভাবে সিদ্ধ। অথচ এগুলির কোনটাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভাল নয়। বরং নিঃসন্দেহে মন্দ ও সর্বতোভাবে অকল্যাণকর।

মানবজাতি দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত

পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে তার বিশ্বাস ও কর্মের হিসাবে দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়েছে- মুমিন ও কাফির *(তাগাবুন ৬৪/২)*। এতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য উপাদান থাকলেও জাতি গঠনের মূল উপাদান হ'ল 'ধর্ম'। পিতা আদম *(আলাইহিস সালাম)* ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। তাঁর সময়ে পৃথিবীর মানুষ একটি মাত্র ধর্মে অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাসী একক উম্মত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের পরিচালনার জন্য কিতাব সহকারে যুগে যুগে নবীগণকে প্রেরণ করেন। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের যিদ ও হঠকারিতা বশতঃ অহি-র বিধানসমূহের ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল এবং সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়েছিল' *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*।

এতে প্রমাণিত হয় যে, যুগে যুগে নবীগণ মানবজাতিকে আল্লাহ্তে বিশ্বাসী একক জাতীয়তার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু হঠকারী লোকেরা সে

আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল প্রভৃতির পার্থক্যের অজুহাতে বিভিন্ন জাতীয়তা সৃষ্টি করে মানবজাতিকে বিভক্ত করেছে ও নিজস্ব শাসনের নামে শয়তানী শোষণ ও নির্যাতন ব্যবস্থা চালু করেছে। বর্তমানের বিভক্ত বিশ্ব তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। মহাকবি ইকবাল অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তাঁর 'জওয়াবে শিকওয়াহ্'র মধ্যে-

قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں
جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں

'ধর্মে হয় জাতি গঠন, ধর্ম নেই তো তুমি নেই
নেই যদি মাধ্যাকর্ষণ, তারকারাজির সমাবেশ নেই'।[৪]

রাজনীতিবিদগণ মুখে স্বীকার করুন বা না করুন, বাস্তবে সেটাই হয়েছে এবং হচ্ছে।

বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পৃথিবীর একমাত্র ইহূদী রাষ্ট্র (?) ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের পিছনে প্রধানতঃ একটি বিষয়ই কাজ করেছিল- সেটি হ'ল, আহলে কিতাব হওয়ার দাবীদার হিসাবে ইহূদীদের সাথে তাদের ধর্মীয় ঐক্য এবং তাদের বিরোধী হিসাবে মুসলিম বিদ্বেষ। ফিলিস্তীনের হাযার বছরের স্থায়ী মুসলিম নাগরিকদেরকে নির্বিবাদে হত্যা, লুণ্ঠন ও বিতাড়িত করতে তাদের গণতন্ত্রে, ধর্মনিরপেক্ষতায় ও মানবাধিকারে মোটেই বাঁধেনি। একইভাবে প্রায় ৮০০ বছরের স্পেনীয় মুসলিম খেলাফতকে তারা ধ্বংস করেছে ন্যাক্কারজনক প্রতারণার মাধ্যমে। ইউরোপের বুকে অবশিষ্ট একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র বসনিয়াকেও তারা কয়েক বছর আগে শেষ করে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি তারা মিথ্যা অজুহাতে আফগানিস্তান ও ইরাককে কব্জা করে নিয়েছে।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া থেকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ 'পূর্ব তিমুরকে' বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। কয়েক বছর ধরে সেখানে ত্রাণ সাহায্যের মুখোশে ধর্ম প্রচার করে খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ

৪. ড. মুহাম্মাদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮ খৃ.), শিকওয়াহ্ ও জওয়াবে শিকওয়াহ্ (উর্দূ ব্যাখ্যাসহ) ৫৯ পৃ.।

www.ahlehadeethbd.org